কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 5 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. রফিকুল হক

উপাচার্য এখন একা!

মো. আরিফুল হক, বাকৃবি ▷

গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের প্রিয় সংগঠন। এত দিন সেই সংগঠনেরই ছায়ায় আলোকিত ছিলেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক। গত সোমবার সংগঠনের সেই সদস্যপদও খুইয়েছেন তিনি। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে এখন অনেকটাই একা এই শিক্ষাগুরু। কয়েক দিন আগেও যেসব শিক্ষক বিভিন্ন তদবির-সুপারিশ নিয়ে উপাচার্য সচিবালয় আর বাসভবনে ভিড় করতেন তাঁরাই এখন উপাচার্য হটাতে আন্দোলনের মাঠে। উপাচার্য সচিবালয় এখন সুনসান, আর তাঁর বাসভবনে রাজ্যের নীরবতা। নেই শিক্ষকদের আনাগোনা। এদিকে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা প্রশাসনিক সব পদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করায় আরো কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন উপাচার্য। মঙ্গলবার উপাচার্য সচিবালয় ঘুরে এমন ছবিই চোখে পড়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির গুঞ্জন রটায় অনেক শিক্ষার্থীই এখন বিব্রত। তাঁরা মনে করেন, বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক। উপাচার্যের পদে থেকে তাঁর এমন কাজ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর উচিত উপাচার্যের পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। অন্যদিকে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. হারুন-অর রশিদের পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা উপাচার্যের 'খুঁটি' হিসেবে পাশেই থাকছেন। এতে একটু হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন উপাচার্য।

উপাচার্য সচিবালয় আর বাসভবনে শিক্ষকদের দেখা না গেলেও বেড়ে গেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনাগোনা। দুই দিন মানববন্ধন আর সমাবেশের আয়োজন করেছেন উপাচার্য অনুসারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন হল এবং বিভাগে নতুন নতুন লোক নিয়োগপত্র নিয়ে যোগদানের জন্য যাচ্ছে বলে হল ও বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে নিজের দল ভারী করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে উপাচার্যের বিরুদ্ধে।

নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ : বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৪৫ জন প্রভাষক, পাঁচজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দিয়েছেন। এ ছাড়া ১২৯ জন কর্মকর্তা ও ৫৮৬ জনেরও বেশি কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ১৮৭টি পদে কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে আসছিল গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। কিন্তু ফোরামের ওই দাবি না মানায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে তেতে ওঠেন ফোরামের ভাবশালী শিক্ষকরা। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কতিপয় শিক্ষক সুবিধা করতে পারেননি বলেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে বলে অভিযোগ করে আসছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক।

নারী কেলেঙ্কারি : গত বছরের এপ্রিলে সাদ হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনের সময় থেকেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির গুঞ্জন শোনা গেলেও জনসমক্ষে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু গত ১৫ মার্চ কে বা কারা উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী কর্মচারীর অশালীন ফোনালাপের অডিও ক্লিপ ও কিছু স্থিরচিত্র বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যাম্পাসের শিক্ষক এবং সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করে। এরপর উপাচার্যের ওই অডিও ক্লিপ ইউটিউব এবং বিভিন্ন গণযোগাযোগমাধ্যমে ঢালাওভাবে প্রচার হলে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। উপাচার্যের ওই নারী কেলেঙ্কারির অডিও ক্লিপ ও কিছু স্থিরচিত্র ক্যাম্পাসে প্রচারণার সময় উপাচার্য ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। পরে উপাচার্য গত ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ক্যাম্পাসে এলে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের কিছু শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগ এনে তাঁকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে চলে যাওয়ার জন্য দাবি তোলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ওই শিক্ষকদের মধ্যে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই উপাচার্যের নৈতিক স্খলনের অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করে আন্দোলন করে আসছেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা।

উপাচার্যের চাকরিতে যোগদান, অবসর এবং বয়স বাড়ানো : বাকৃবির বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক ১৯৭২ সালের নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির নিয়মিত বয়সসীমা অনুযায়ী (৬৫ বছর) ২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর অবসরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ২০১৩ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১তম সিন্ডিকেট সভায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর চাকরির বয়সসীমা দুই বছর বাড়ানো হয়। কিন্তু সরকারি বিধি অনুযায়ী তিনি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কমিটির চেয়ারম্যান সেহেতু তিনি নিজেই নিজের বয়স বাড়াতে পারেন না। ফলে তাঁর চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর এখতিয়ার শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির। অন্যদিকে গত বছরের শেষের দিকে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আইন ১৯৭৪ সংশোধনক্রমে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরিকাল দুই বছর থেকে কমিয়ে এক বছর করেছে। এ বিষয়টি নিয়েও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে তাঁর পরে যাঁরা উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেতে তদবির করছেন সেসব শিক্ষক বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু উপাচার্য বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ২০১১ সালের ১০ আগস্ট তাঁকে চার বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন ফলে ২০১৫ সালের ১০ আগস্ট তিনি অবসরে যাবেন, তার আগে নয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার শরীফুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতি গভীর উদ্বিগ্ন। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমরা উপাচার্যের কাছে নিরপেক্ষ বিবৃতি প্রত্যাশা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালি দলের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতিতে আমরা ক্ষুব্ধ ও বিব্রত। উপাচার্যের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির যে অভিযোগ শিক্ষকরা তুলেছেন তা তদন্তে সোনালি দল বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবি জানাচ্ছে। উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাঁকে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ডা. মুর্শেদুজ্জামান খান বাবু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষকদের কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন জনি বলেন, আমরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছি। ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি আশরাফ মিন্টন বলেন, এই উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করে হয়রানির স্বীকার হচ্ছে। তখনই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। বর্তমান বিষয়টি যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে অবশ্যই তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মো. এমদাদুল হক বলেন, আমরা বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে উপাচার্যের নৈতিক স্খলনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।

এদিকে উপাচার্যের পদত্যাগের বিষয়ে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার বলেন, উপাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এখনো কেউ তা প্রমাণ করতে পারেননি। ফলে তাঁর পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে তাঁর নিজের পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আমি শুনেছি। এখনো তো অনেকেই পদত্যাগপত্র জমা দেয়নি। আগে সবাই দিক পরে ভেবে দেখব।

প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ বলেন, আমি পদত্যাগ করব এ রকম কোনো কথা বলিনি। সভায় আমাকে কিছু বলার সুযোগও দেওয়া হয়নি। যারা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে তাদের বিচার হওয়া উচিত বলে মনে করেন বলে জানান তিনি। এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বলেন, যেসব অডিও প্রকাশ করা হয়েছে তা প্রমাণ না করে আমাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। বিচারের আগেই আমাকে ফাঁসির কাঠে তুলে দিয়েছেন শিক্ষকরা।

৪৮ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র রেজিস্ট্রারের হাতে

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের পদত্যাগ দাবিতে অবশেষে প্রশাসনিক ৪৮টি পদ থেকে একযোগে ইস্তফা দিলেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে ওই পদত্যাগপত্র জমা দেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষক সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক। এদিকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছে শাখা ছাত্রলীগ।

জানা যায়, নৈতিক স্খলন ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ৮০টি প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেয় গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা ৪৮ জন শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জমা দেয় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক। তবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও প্রক্টর পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক বলেন, ৪৮ জন শিক্ষক তাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পদত্যাগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে দাপ্তরিক কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবিতে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান ফটকের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাকৃবি ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এবং সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সহসভাপতি বিজয় বর্মণ, ওয়াহাব রিন্টু, লিমন দেব প্রমুখ। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষকদের কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধের দাবি জানান।